অল্প-স্বল্প গল্প

।। সুযোগটা না দিলেই কি নয়? ।।

কাইউম পারভেজ

কলামিষ্ট নাজমুল আহসান শেখ-এর সাম্প্রতিক কলাম 'তত্ত্বাধায়ক সরকার, বর্তমান সরকার এবং অনাকাঙ্খিত সরকার" – এ থেকেই আমার আজকের কলামের লেখার অনুভব এবং প্রেরণা। তাঁর লেখার শেষটা দিয়ে আমার লেখার শুরু। লেখার শেষটা ছিলো - 'তত্ত্বাধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ১৯৯৬ সালে নিহত, সেই ফল বিক্রেতার ছেলেসহ সব নাম না জানা শহীদদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।' অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ (তখন তাঁরা বিরোধী দল) যখন তত্ত্বাধায়ক সরকারের দাবীতে লাগাতার হরতাল আন্দোলন করছিলেন (ক্ষমতায় তখন বিএনপি জোট) তখন উর্দূ রোডের মোড়ে ফল বিক্রেতা এক আওয়ামী লীগ কর্মীর ছেলেকে বিএনপির লোকেরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছিলো। এমনই একটি তথ্য পাওয়া গেলো নাজমুল আহসানের লেখায়। ঠিক পনেরো বছর পর ২০১১ সালে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে বিএনপি জোটের গত ৪৮ ঘন্টার হরতালে পুরনো ঢাকার হাজারীবাগের তরুণ ফল ব্যবসায়ী মোশাররফ হোসেনের (৩০) ফল বোঝাই ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। দগ্ধ মোশাররফ টানা ৩ দিন ছটফট করে শনিবার (৯ জুলাই) রাত ১টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলেন।

তত্ত্বাধায়ক সরকারের দাবীতে দু'দুজন ফল বিক্রেতাকে জীবন দিতে হলো। একজনকে পিটিয়ে মারা হলো ১৯৯৬-তে আর একজনকে আগুনে পুড়িয়ে এই ২০১১-তে। কেউ-ই এ দুই হতভাগ্য ফল বিক্রেতার জীবনের তত্ত্বাবধান করতে পারলো না। ফল বিক্রেতাদের প্রাণ কেড়ে নেয়ার 'ফলাফল নিম্নচাপ" (?) অর্থাৎ এর কোন ফলাফল নেই। ফল বিক্রেতার আবার ফলাফল কিসের? যাঁদের ফলাফল প্রয়োজন তাঁদের কাওকে হরতালের দিন রাস্তায় বেরুতে হয় না। তাঁদের কেবল দরকার ফলাফল। লাশ কটা পড়লো...? সেই ফলাফল। আন্দোলনকে তুঙ্গে তোলা যাবে কিনা সেই ফলাফল।

সাংসদ এবং বিরোধী দলীয় হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুখকে যেভাবে হেনস্তা করা হলো, আহত করা হলো, কোন সভ্য দেশে এমন উদহারণ খুব বেশী নেই। অবশ্য এমন হেনস্তা এক সময়ে মতিয়া চৌধুরী, মো. নাসিমকেও করা হয়েছিলো। আরো অনেকের নাম এসে যাবে। সে কথা এখন থাক। তবে এগুলো কি ইটকেলের বদলে পাটকেল? করতেই হবে? কার কাছে অভিযোগ করবো? কেউতো কারো চেয়ে কম নয়। অনেক সময় নেতারাও উসকানি দেন যেন পুলিশ তাঁদের হেনস্তা করে। তাতে করে আন্দোলনের বেগ বেড়ে যাবার একটা সম্ভাবনা থাকে ওদিকে নেত্রীর গুড বুকেও থাকা যায়। আখেরে ভালো ফল পাওয়া যায়। ফলআলাকে তার ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার আর ফেরত না পেলেও নেতাদের আখেরের ফল পেতে সহজ হয়ে যায়।

সুপ্রীমকোর্ট রায় দিয়েছে সরকার ইচ্ছে করলে আগামী দুই টার্ম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা রেখে তারপর এটাকে উঠিয়ে ফেলতে পারে। এবং সেটা সংসদে আলোচনা করে ঠিক করে নিতে

হবে। বিরোধী দল তো সংসদেই গেলো না। তাদের মুখে উত্তর রেডি – আমাদের তো সংসদে কোন কথাই বলতে দেয় না। আপনারা গিয়ে জাতিকে দেখাতেন যে আপনাদের কথা বলতে দিচ্ছে না তারপর না হয় লাগাতার হরতাল করতেন।

উভয় পক্ষই মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেন। গীত শোনান। আদতে মানুষকে ভালোবাসা বা গণতন্ত্রের জন্য ভালেবাসা কেবলই বুলি। লক্ষ্য সবার ক্ষমতার দিকে। ফলআলারা মরলে কার কি যায় আসে? অবশ্য আসে যায় ফলআলাদের পরিবারের। দুই ভাই, তিন বোন আর বাবা-মা নিয়ে সাত সদস্যের সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ছিলেন মোশাররফ। পরিবারটি এখন নিঃস্ব। ওদের কোন তত্ত্বাবধায়ক নেই – কোনদিন ছিলো-ও না।

বর্তমান সরকার গুরুত্বপূর্ণ এবং অতি সংবেদনশীল তিনটি বিষয়ে হাত দিয়েছে যা এ সরকারের পক্ষেই সম্ভব। এক – যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। দুই – ২১শে আগষ্টের গ্রেনেড হামলার বিচার এবং তিন - আলোড়িত দশ ট্রাক অস্ত্র পাচারের বিচার। এবং এ তিনটি বিষয়েই বিরোধী জোটের ‘ টপ টু বটম’ এর সম্পৃক্ততা বেরিয়ে আসছে। এদের অনেক রাঘব বোয়াল এখন আটক এবং বিচারাধীন। ফলে বিরোধী জোটেরা তো ক্রমাগত সুযোগের অপেক্ষায় – যে কোনভাবে একটা ছুঁতোনাতায় এ সরকারকে উৎখাত করতে হবে। সব ফ্রন্ট একসাথে খুলে সরকারও ভারসাম্য রাখতে হিমসিম খাচ্ছে সেখানে এই তত্ত্বাবধায়ক ইস্যুটা এই মুহূর্তে না তুললেই কি নয়?

দিন দিন পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে দেশে বিদেশে সবাই আতংকিত। দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। আবার কি সেই অনিশ্চিতের পথে যাত্রা? বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রবীণ লেখক সাংবাদিক এ বি এম মূসা সম্প্রতি তাঁর এক লেখায় বলেছেন দেশ এখন পঁচাত্তরের মত ভয়ংকর পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে। যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতে দেশে বিদেশে নানান সব ষড়যন্ত্রের কথা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। গত ১০ জুলাই দৈনিক আমাদের সময়-এ এমন একটি খবর হয়তো অনেকের চোখে পড়েছে। সংবাদের শিরোনাম - **অজানা সূত্রের আগ্রহ উদ্দীপক একটি লেখা।**

পূর্ণাঙ্গ লেখাটি এখানে সন্নিবেশ করলে লেখার আয়তন বেড়ে যাবে তাই এর চুম্বক অংশটি তুলে দিলাম। বিস্তারিত পড়ুন ১০ জুলাইয়ের আমাদের সময়-এর পাতায়:

‘অসমাপ্ত ‘ওয়ান ইলেভেনের’ দ্বিতীয় ধাপ বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পদক্ষেপ চলছে। একজন দূত দৌড়ে বেড়াচ্ছেন ঢাকা-ওয়াশিংটন-নিউইয়র্ক-ক্যানবেরা। হঠাৎ করেই বাংলাদেশের রাজপথ আবার উত্তপ্ত। তত্ত্বাবধায়ক বাতিল, বিএনপি প্রধানের একপুত্র সাজাপ্রাপ্ত, আরেক পুত্র ২১ আগস্টের মামলায় অভিযুক্ত, বিরোধী দলের চিফ হুইপকে পিটিয়ে আহত– সরকার বিধ্বংসী ভূমিকায়। সরগরম মিডিয়া ও সুশীল সমাজ। আর এরই মধ্যে মাঠে নেমে পড়েছে ‘ওয়ান ইলেভেনের’ পুরোনো ঘটক-অনুঘটকরা। মিটিং হয়েছে আমেরিকায়, হবে অস্ট্রেলিয়ায়।

কিছুদিন আগে থেকে জেনারেল মইন ক্যান্সার চিকিৎসার অজুহাতে নিউইয়র্কে অবস্থান করতে থাকেন। গত রোববার তিনি নিউইয়র্কে আসেন। ওঠেন ডা. মাসুদের লংআইল্যান্ডের বাসায়। এই ডা. মাসুদ ছিলেন জেনারেল মইনের ‘জাগো বাংলাদেশ’ আমেরিকা শাখার আহ্বায়ক। নিউইয়র্কে এসেই মঙ্গলবার রাতে জেনারেল মইনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করেন মামা-শ্বশুরের বাসায়। ৭ দিন থাকার পরিকল্পনা দ্রুত বাতিল করে সিডনির টিকেট নিয়ে জেএফকে ছাড়েন বৃহস্পতিবার। উদ্দেশ্য, অস্ট্রেলিয়ায় রাষ্ট্রদূত জেনারেল মাসুদের সঙ্গে বৈঠক।

গেল সপ্তাহে থাইল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে থাকসিনের পার্টির বিপুল বিজয়ে ১/১১র কুশীলবরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বিএনপির নেতৃত্ব বিলীন করার জন্য ওয়ান ইলেভেন সরকারের নেয়া প্রক্রিয়াটি চলমান থাকলেও বর্তমান সরকার এ নিয়ে কার্যকর সফল হতে পারেনি। বরং প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে বিএনপির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। যেকোনো সময়ে জাতীয় নির্বাচন হলে থাইল্যান্ডের মতো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আর সেক্ষেত্রে, ১/১১-এর সঙ্গে জড়িত সবাইকে হয়ত ফাঁসির রায় মাথায় নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে, আর আত্মীয়-স্বজনদেরও দেশে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।

২৯ জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং মন্তব্য করেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট যেকোনো সময় বদলে যেতে পারে। এ বক্তব্য নিয়ে দেশের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে সমালোচনা উঠলে বক্তব্যটি ফিরিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু মনমোহন সিং যা বলেছেন, তা ছিলো গোয়েন্দা সংস্থার দেয়া ধারণা। মনমোহনের বার্তাটি ছিল একটি সতর্ক সংকেত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ক্রমশঃ উত্তপ্ত ও সহিংস হয়ে উঠছে। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিতভাবেই তা ঘটছে।

১/১১ ঘটকদের বদ্ধমূল ধারণা, জেনারেল মইনের সঙ্গে ভারত বিট্রে করেছে। আর দুবছরের শাসনকালকে জায়েজ না করে শেখ হাসিনাও কথা রাখেননি। বরং তিনি ৫ম ও ৭ম সংশোধনী অবৈধ আখ্যা দিয়ে উচ্চ আদালত থেকে রায় এনেছেন। কাজেই ভবিষ্যতে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। এ থেকে উত্তরণের জন্য যা করার এবার নিজেদেরকেই করতে হবে। আর তা হবে, ভারতকে বাদ দিয়েই। তবে ঘটনাটি রক্তপাতহীন নাও হতে পারে।

সেপ্টেম্বরে মনমোহনের সফরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গেলে এ পরিকল্পনা জটিলতার মধ্যে পড়ে যেতে পারে, এমন ভাবনা থেকে সবকিছু এগিয়ে আনছে সংশ্লিষ্টরা। তৈরি হচ্ছে মাঠ। সরকার নির্যাতন বাড়াবে আরো, বিরোধী দলের কর্মসূচি সহিংস হবে। আগুন জ্বলবে, লাশ পড়বে। আর এর মধ্যখানে একরাতে ঘটে যাবে সেই ঘটনাটি। সমস্ত উত্তাপ নেমে আসবে কঠিন শীতলতায়।

(লেখাটি ই-মেইলে তাজমেরি খান নামক জনৈক ব্যক্তির পাঠানো)'

আমি কায়মনঃবাক্যে প্রার্থণা করি এর সবটাই যেন সর্বৈব মিথ্যে হয়। তবু ভয় পঁচা শামুকে নাকি অনেক সময় পা কাটে।

এর মাঝে আওয়ামী লীগের নেতাদের কথাবার্তা মাঝে মধ্যে শুধু হতাশই করে না বরং মনে হয় এ ভাবে যদি কথাবার্তা হয় তবে ডুবতে বেশী দেরী নেই। একটা সাম্প্রতিক উদহারণ দেই। রবিবার ১০ জুলাই দেশের প্রায় সমস্ত কাগজেই ছাপা হয়েছে একটি খবর। তা হলো – স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেছেন – প্রফেসর ইউনূসের শান্তিতে নোবেল পুরস্কার অর্জনের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার অবদান আছে। তা না হলে নোবেল জয় তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। গত শনিবার (৯ জুলাই) বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশনের যুগপূর্তি অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন যেখানে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

প্রফেসর ইউনূসের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিতে কার কতখানি অবদান সেতো সবাই জানে। মন্ত্রী মহোদয়ও খুব ভালে জানেন। প্রধানমন্ত্রী নিজেও জানেন। এটা নিয়ে বিতর্কের আর প্রয়োজন নেই। সব জেনে শুনেও মন্ত্রী সাহেব নেত্রীকে একটু খুশী করে দিলেন আর কি। কিন্তু এ ধরণের খুশী যে পরবর্তীতে দুঃখ বয়ে আনে তা বোঝাবে কে।

কথা প্রসংঙ্গে বলি ক'দিন আগে ক্লাসের এক লেকচার তৈরী করার জন্য গুগল সার্চ করছিলাম একটা তথ্যের প্রয়োজনে। জিনোমিক রিসোর্স খুঁজতে খুঁজতে একটা সাইট পেলাম 'গ্রামীণ'। একটু অবাক হলাম। ভাবলাম প্রফেসর ইউনূসের গ্রামীণ কি জিনেটিক রিসার্চও করছে। পরে দেখলাম এটা একটা ডাটাবেইজ সাইট (Gramene: A Resource for Comparative Grass Genomics) যেখানে Graminae পরিবারভূক্ত ফসল সমূহের (যেমন ধান) জিনোমিক তথ্য সংরক্ষণ করা আছে যা বিজ্ঞানীরা গবেষনার জন্য সহজে সংগ্রহ করতে পারেন। সংস্থার নামকরণ নিয়ে তাঁরা লিখেছেন The name Gramene is a play on Gramineae, a synonym for "Poaceae," the grass family as well as on the name of the Grameen Bank which specializes in small loans to the poor (mostly women) in emerging economies. In 2006, Muhammad Yunus, founder of the Grameen Bank, won a Nobel Prize for "efforts to create economic and social development from below." (http://www.gramene.org/)

মোদ্দাকথা, গ্রামিণী ফ্যামিলীর অন্তর্ভূক্ত শস্যের জিনোম গবেষণা তাই গ্রামীণ এবং বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এই সংস্থার নাম তাঁরা দিয়েছেন Gramene। মজার কথা হলো এখানে যে বিজ্ঞানীরা কাজ করেন তাঁরা কিন্তু কেউই বাংলাদেশের নন - আন্তর্জাতিক।

একটা পুরোনো কথা মনে হলো। প্রথমদফা শেখ হাসিনা যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন একবার সিডনি এসেছিলেন। ১৯৯৭ কি ৯৮-র কথা। তো সিডনিতে আওয়ামী লীগের উদ্দ্যোগে তখন তাঁকে সম্বর্ধনা দেয়া হলো বিশাল এক হোটেলে। লোকে লোকারণ্য। প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবূ সাঈদ চৌধুরীর ছেলে)। তাঁর যখন বক্তৃতার সময় হলো তিনি দাঁড়িয়ে বললেন – আমার নেত্রীর কথা, আমার নেত্রী শেখ হাসিনার গুনের কথা আপনাদের কি বলবো। আমি যদি বলতে শুরু করি এ রাত ভোর হয়ে যাবে – আমাদের সকলকে ব্রেকফাস্ট করাতে হবে - তবু তাঁর গুনের কথা শেষ হবে না। তাঁর চামচামি দেখে আমরা সবাই থ' বনে গেলাম – অস্ফুট মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো – শেষ পর্য্যন্ত আপনিও ...?

সেদিন আমার এক বন্ধু আমাকে একটা পেপার কাটিং পাঠিয়েছেন। এ মূহুর্তে কেন জানি ওটার কথা মনে হলো। প্রিয় পাঠক – আপনাদের জন্য সেটা লেখার শেষে সন্নিবেশ করলাম। এটা একটা রাজনৈতিক কৌতুক বলা যায় যা সব আমলেই প্রযোজ্য। আলোচ্য মাননীয় মন্ত্রীদ্বয়ের কথায় ওটার কথা মনে পড়ে গেলো।

পরিশেষে এটুকুই বলবো মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি হলো আওয়ামী লীগ। যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের বাস্তবায়ন চাইবেন তাঁদের সবার প্রত্যাশা আওয়ামী লীগের কাছে। তাই আওয়ামী লীগকে হারতে দেয়া যাবে না। লাইনচ্যূত হতে দেয়া যাবে না। আমরা আর হারতে চাই না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আওয়ামী লীগকেই শেষ করে যেতে হবে। ওটা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সে কারনেই আওয়ামী লীগ এখন সকলের শত্রু হতে চলেছে। তাতে কিছু আসে যায় না। একাত্তরেও অনেকে আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করেছে। কিন্তু তার নেতৃত্বেই দেশ স্বাধীন হয়েছিলো। তাই আওয়ামী লীগকে এখন আরো সতর্ক ভাবে এগোতে হবে। চারিদিকে শত্রু। তারমধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে যেমন করে এগিয়ে জয়ী হয়েছিলো ৭১ –এ, ৯৬-তে আর '০৯-এ। ফলআলারা এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের লীগ হলো আওয়ামী লীগ তাই আওয়ামী লীগ ছাড়া তাদের কোন পথ নেই। বন্ধু নেই। জয়ী আওয়ামী লীগকে হতেই হবে।

বলছিলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টা এখনো কি আলোচনার মাধ্যমে কোনভাবে সমাধান করা যায় না? সুপ্রীমকোর্ট তো আরো দু দফা চালিয়ে যাবার পথ খোলা রেখেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সুষ্ঠুভাবে

সম্পন্ন হলে সব থিতিয়ে যাবে। এতো সব ফলআলা পোড়ানো তো ওই একই কারণে। বলছিলাম ওদেরকে কোন ইস্যূ তৈরী করার সুযোগটা না দিলেই কি নয়?

পড়ুন আমার বন্ধুর পাঠানো সেই পেপার কাটিংটা। যে কোন আমলের সংসদে এ দৃশ্য একেবারেই কমন।

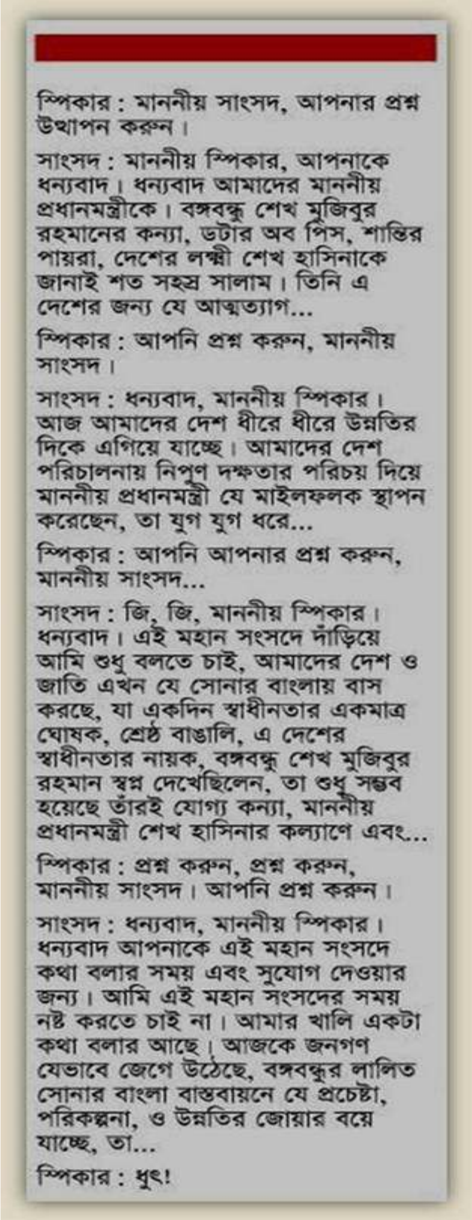

স্পিকার : মাননীয় সাংসদ, আপনার প্রশ্ন উত্থাপন করুন।

সাংসদ : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা, ডটার অব পিস, শান্তির পায়রা, দেশের লক্ষ্মী শেখ হাসিনাকে জানাই শত সহস্র সালাম। তিনি এ দেশের জন্য যে আত্মত্যাগ...

স্পিকার : আপনি প্রশ্ন করুন, মাননীয় সাংসদ।

সাংসদ : ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার। আজ আমাদের দেশ ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশ পরিচালনায় নিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে মাইলফলক স্থাপন করেছেন, তা যুগ যুগ ধরে...

স্পিকার : আপনি আপনার প্রশ্ন করুন, মাননীয় সাংসদ...

সাংসদ : জি, জি, মাননীয় স্পিকার। ধন্যবাদ। এই মহান সংসদে দাঁড়িয়ে আমি শুধু বলতে চাই, আমাদের দেশ ও জাতি এখন যে সোনার বাংলায় বাস করছে, যা একদিন স্বাধীনতার একমাত্র ঘোষক, শ্রেষ্ঠ বাঙালি, এ দেশের স্বাধীনতার নায়ক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা শুধু সম্ভব হয়েছে তাঁরই যোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কল্যাণে এবং...

স্পিকার : প্রশ্ন করুন, প্রশ্ন করুন, মাননীয় সাংসদ। আপনি প্রশ্ন করুন।

সাংসদ : ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার। ধন্যবাদ আপনাকে এই মহান সংসদে কথা বলার সময় এবং সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি এই মহান সংসদের সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার খালি একটা কথা বলার আছে। আজকে জনগণ যেভাবে জেগে উঠেছে, বঙ্গবন্ধুর লালিত সোনার বাংলা বাস্তবায়নে যে প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা, ও উন্নতির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, তা...

স্পিকার : ধুৎ!